নারীর অস্বীকৃত শ্রম, স্বীকৃত উপমা

আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী

নারীশ্রমের বড়ো অংশ এখনও জাতীয় অর্থনীতির হিসাব নিকাশে অদৃশ্য। অথচ ঘরে বাইরে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে এই অদৃশ্য শ্রমের অবদান ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব এবং অর্থনীতির উৎপাদনশীল বিকাশ কোনটিই সম্ভব নয়। কয়েকটি গবেষণার সূত্রে এই অস্বীকৃত শ্রমের গুরুত্ব নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

'মণি-মাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেননা, তাহা দুষ্প্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশি নয়, কারণ, সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটা নিত্যপ্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখনো ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি একফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্তত করেন না। তেমনি ঈশ্বর না করুন, যদি কোনোদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।'

– শরৎচন্দ্র তাঁর 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে এভাবেই এক রূঢ় সত্যের দিকে আঙুল তুলেছেন। কন্যা-জায়া-জননীর চিরন্তন সেবাপরায়ণতা এই সমাজকে টিকে থাকার রসদ জোগাচ্ছে। অথচ এই সেবার আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে নারীর প্রতিদিনকার শ্রমের স্বীকৃতি। নারীর শ্রম আসলে কী? নারী কি উৎপাদনশীল? বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর সক্রিয়তা কতখানি? এইসব প্রশ্নের উত্তরে রয়েছে নানা সংশয়! সমাজ বিকাশের সাথে সাথে অর্থনীতির নানা মানদণ্ড পাল্টেছে, কিন্তু খুব বেশি পাল্টায়নি নারীর শ্রমের প্রতি সমাজ-রাষ্ট্রের মূল্যায়ন!

> বাংলাদেশের কৃষিকাজের সর্ববৃহৎ অংশ সম্পাদন করে নারীরা। ফসলের পরিচর্যা, ফসল কাটা, মাড়াই, প্রক্রিয়াকরণ– এসবের মূল দায়িত্ব থাকে নারীর হাতে। একইভাবে মৎস্যজীবী পরিবারে নারীরা জাল তৈরি, মাছের পোনা উৎপাদন, মাছের পুকুর তৈরি, শুঁটকি ও নোনা মাছ প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। অথচ এসব শ্রম অস্বীকৃত, অবমূল্যায়িত।

জিডিপিতে নারীর অবদান : রাষ্ট্রীয় হিসাব ও সত্যের অপলাপ

জাতিসংঘ প্রথম ১৯৫৩ সালে জাতীয় আয় পরিমাপের একটি পদ্ধতি (এসএনএ) প্রণয়ন করে। পরবর্তী সময়ে এর নানা রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হলেও এখন পর্যন্ত এটি গৃহস্থালি কাজকে পুরোপুরি আওতাভুক্ত করতে পারেনি।

গবেষক শামীম হামিদ দেখিয়েছেন, প্রচলিত হিসাব পদ্ধতিতে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত পুরুষ ৯৮% এবং উৎপাদনশীল নারী ৪৭%। প্রচলিত হিসাবে জাতীয় আয়ে নারীর অবদান ২৫% এবং পুরুষের অবদান ৭৫%। অথচ বাজার-বহির্ভূত কাজকে অন্তর্ভুক্ত করলে, উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণের হার ৯৭%, যেখানে বাজারমুখী কাজে অংশগ্রহণের হার ২৫%। এই হিসাবে জাতীয় আয়ে নারীর অবদান দাঁড়ায় ৪১% এবং পুরুষের অবদান ৫১% (হামিদ, ১৯৯৬)।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি, ২০১৪) ২০১৪ সালের অক্টোবরে এক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেই সমীক্ষা প্রতিবেদনের চুম্বক ফলাফলে দেখানো হয়–

* অমূল্যায়িত (unpaid/non-SNA) শ্রমের পেছনে একজন ১৫-উর্ধ্ব নারী ব্যয় করে ৭.৭ ঘণ্টা, যেখানে একই বয়সী পুরুষ ব্যয় করে ২.৫ ঘণ্টা এবং এই অনুপাত শহর ও গ্রামে সমান।

* ঘরের কাজে একজন নারী যে কোনো সাধারণ দিনে ১২.১ ধরনের কাজ সম্পাদন করে, যেখানে পুরুষ সম্পাদন করে ২.৭ ধরনের কাজ।

* 'পুনঃস্থাপন মূল্যায়ন পদ্ধতি' (replacement cost method) অনুযায়ী, নারীর অমূল্যায়িত গৃহস্থালি কাজ জিডিপির ৭৬.৮% (২০১৩-১৪ অর্থবছরে)।

* আবার 'গ্রহণের আগ্রহ' পরিমাপ পদ্ধতি (willingness to accept) ব্যবহার করে একই অর্থবছরে এই কাজের পরিমাণ দাঁড়ায় জিডিপির ৮৭.২%।

* এই অঙ্ক নারীর মূল্যায়িত শ্রমের ২.৫-২.৯ গুণ বেশি।

প্রতিস্থাপন মূল্যায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তা হলো–

'যদি তুমি বা তোমার প্রতিবেশী নিজে না করে এই কাজের জন্য অন্য কাউকে মাসিক চুক্তিতে নিয়োগ করতে, তাহলে সেজন্য তাকে প্রতিদিনের জন্য কত টাকা হারে বেতন দিতে হতো?'

গ্রহণের আগ্রহ পরিমাপক পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হয়–

'কেউ যদি প্রতিদিনের এইসব কাজের জন্য মাসিক হিসাবে তোমাকে নিয়োগ করতে চায় তাহলে প্রতিদিনের জন্য কত টাকা হারে তুমি তা করতে ইচ্ছুক (কাজের ধরন, তোমার শিক্ষা, বয়স, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনায় রেখে)?

উল্লেখ্য, এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শহর ও গ্রামের ৬৪টি জেলার ৫৬৭০টি পরিবারের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এখানে 'প্রতিস্থাপন মূল্যায়ন' ও 'গ্রহণের আগ্রহ পরিমাপক' পদ্ধতি–দুটোই ব্যবহার করা হয়েছে সমীক্ষার যথার্থতা রক্ষার স্বার্থে।

গ্রামীণ নারীর অবসর

জহির রায়হান তাঁর 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন বুড়ো মকবুল কিভাবে প্রয়োজনে তার স্ত্রীদের দিয়ে রাতের আঁধারে লাঙলের সাথে জুড়ে দিয়ে মাঠে নামায় হাল-চাষ করাতে। এই দৃশ্য যতই অমানবিক হোক, তা খুব অস্বাভাবিক ছিল না এই কিছুদিন আগেও। এখনও খুঁজলে এ রকম দৃশ্য কোথাও কোথাও পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের কৃষিকাজের সর্ববৃহৎ অংশ সম্পাদন করে নারীরা। ফসলের পরিচর্যা, ফসল কাটা, মাড়াই, প্রক্রিয়াকরণ– এসবের মূল দায়িত্ব থাকে নারীর হাতে। একইভাবে মৎস্যজীবী পরিবারে নারীরা জাল তৈরি, মাছের পোনা উৎপাদন, মাছের পুকুর তৈরি, শুঁটকি ও নোনা মাছ প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। অথচ এসব শ্রম অস্বীকৃত, অবমূল্যায়িত।

হাবীবা জামান তাঁর গবেষণা গ্রন্থে (১৯৯৬) কৃষিকাজের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে নারী-পুরুষের শ্রমঘণ্টা হিসাব করেছেন–

ফসল তোলার ব্যস্ত মৌসুম : নারীরা ১৩ ঘণ্টা এবং পুরুষরা ১১ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে।

মধ্যবর্তী মৌসুম : নারীরা ১২.১ ঘণ্টা এবং পুরুষরা ৮.৮ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে।

দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত মৌসুম : নারীরা ১০.৫ ঘণ্টা এবং পুরুষরা ৮.৩ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে (জামান, ১৯৯৬)।

গবেষক শামীমা নার্গিস তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভে নগর বোয়ালিয়া গ্রামের ওপর সমীক্ষার ফল প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি সাক্ষরতার শ্রেণী এবং বয়সের পার্থক্যের ভিত্তিতে নারীর সুযোগ ব্যয় হিসাব করেন। সেখানে একজন নিরক্ষর নারীর গড় সুযোগ ব্যয় হিসাব করেন ২৫৬২ টাকা। তিনি দেখিয়েছেন, একজন গ্রামীণ নারী সকাল ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টানা কাজ করে। তারা ৯টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমকে তিনি দেখিয়েছেন অবসর হিসেবে। যদিও ঘুম বা বিশ্রাম মানুষের প্রয়োজন পরবর্তী শ্রমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে। একে অবসর বলা তাই সংগত নয়। মূলত গ্রামীণ নারীর কোনো অবসর নেই। অবসর সময়েও তারা কুটির শিল্পের কাজ, যেমন– কাঁথা সেলাই, পাটি বোনা ইত্যাদি কাজে হাত দেয় (নার্গিস, ২০১০)।

অবসরবিহীন জীবন নিংড়ানো নারীর এই শ্রম ও ঘাম অদৃশ্য ও অস্বীকৃত হয়ে আছে এখনও।

তবে আশার কথা, নারীর এই গার্হস্থ্য কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে অনেক দেশেই দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। সেই সাথে প্রাসঙ্গিক গবেষণাও চলছে। ভারত, নেপাল, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া– এমন অনেক দেশেই এই বাজার-বহির্ভূত শ্রমের মূল্য নিরূপণে অনেকে সচেষ্ট হয়েছে। এসব দেশের জিডিপি কমপক্ষে ২০-৬০% বেড়ে যায় এই অবৈতনিক শ্রমকে বিবেচনায় আনলে (সিপিডি, ২০১৪)।

নারীর এই প্রয়োজনীয় শ্রমকে স্বীকৃতি দিতে এসএনএ পদ্ধতিটি পুনর্বিবেচনা ও সংস্কার করা প্রয়োজন, যাতে জিডিপিতে নারীর অবস্থান সঠিকভাবে প্রকাশ পায়। গার্হস্থ্য কাজে শ্রম দান করা নারীর জন্য যে ধরনের পবিত্র কর্তব্য বলে সমাজ প্রচার করতে চায়, তা মূলত পুরুষশাসিত সমাজের সুবিধা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। নারীর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের প্রাপ্তি যদি হয় কেবলই 'গৃহলক্ষ্মী', 'করুণাময়ী'র মতো কিছু ফাঁকা বুলি, তাহলে তা নিতান্তই নারীর শ্রমের প্রতি অবিচার কিংবা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়!

আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী: স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ই-মেইল : chaity.srsp@gmail.com

তথ্যসূত্র:

[সিপিডি, ২০১৪] Centre for policy dialogue, Report on 'Estimating women's contribution to the economy: the case of Bangladesh', October.

লিংক : http://cpd.org.bd/index.php/publication/cpd-dialogue-reports/, রিপোর্ট নং: ৬৮

[হামিদ, ১৯৯৬] Shamim Hamid, Why women count, UPL, Dhaka.

[নার্গিস, ২০১০] শামীমা নার্গিস, 'গ্রামীণ নারীর অস্বীকৃত শ্রমের অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপণ : বাংলাদেশের নারীর শ্রম বিষয়ে একটি সমীক্ষা', পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

[জামান, ১৯৯৬] Habiba Zaman, Women and work in Bangladesh village, Narigrantha Prabartana, Dhaka.